পলিসি ব্রিফ
#১৪৩/২০২৪
মার্চ ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার বাস্তবতা ও করণীয়

বাংলাদেশের যাত্রী পরিবহন খাতে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচারসহ সার্বিক সুশাসন শুধু টেকসই মুনাফার জন্য নয়, বরং ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতা, নিরাপদ, সুলভ ও যাত্রীবান্ধব সেবা প্রদান এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য।

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের সহায়ক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সরকারি ও বেসরকারি জনগুরুত্বপূর্ণ খাত, প্রতিষ্ঠান এবং বিষয় নিয়ে গবেষণাসহ বিভিন্ন ধরনের অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ০৫ মার্চ ২০২৪ টিআইবি বেসরকারি খাতের শুদ্ধাচার বিশ্লেষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে "ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ব্যবসায় শুদ্ধাচার" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১] এ গবেষণা প্রতিবেদনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার তথা সুশাসন পর্যালোচনা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রদান করা। এই পলিসি ব্রিফ উক্ত গবেষণালব্ধ তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় শুদ্ধাচার নিশ্চিতে করণীয় কী–তা চিহ্নিত করে এ খাতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ অধিক কার্যকরতার সঙ্গে বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রণীত।

গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন খাত কতিপয় কোম্পানি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, যার ফলে দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসায় অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। মালিক সংগঠনের অধিকাংশ নেতা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততাকে পুঁজি করে এ খাতে একচেটিয়া ক্ষমতা চর্চার পাশাপাশি নীতি করায়ত্ব করার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তা ছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন খাতে বাস কোম্পানি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আইন প্রতিপালন, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি, কর্মী/শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিসহ অধিকার নিশ্চিত করা, সংশিষ্ট তহবিলের যথার্থ ব্যবস্থাপনা, যাত্রীদের মানসম্মত সেবাদান, তথ্যের উন্মুক্ততা ইত্যাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি বিদ্যমান। একইভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলোও বাস কর্মী/শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহন ব্যবসা খাতের অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও এ খাতে শুদ্ধাচার নিশ্চিতে অন্যতম অন্তরায়। সড়ক পরিবহন খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থা (বিআরটিএ) কর্তৃক চালক ও যানবাহনের নিবন্ধন ও সনদসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াগত হয়রানি ও দালালনির্ভর যোগসাজশের মাধ্যমে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়সহ শুদ্ধাচারে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থতার উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে। একইভাবে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার একাংশ কর্তৃক ঘুষ ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, চাঁদাবাজি, "টোকেন বাণিজ্য" কারণে সড়কে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রত্যাশিত মান অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। সর্বোপরি রাজনৈতিক প্রভাবে জিম্মিদশার কারণে একটি জনবান্ধব ও নিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং সড়ক পরিবহন খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয়। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে টিআইবি এই পলিসি ব্রিফটির মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছে–

সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
কর্মী ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা		
১.	কোম্পানিগুলোকে অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ বন্ধ করে শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কর্মী/শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দিতে হবে, যেখানে তাদের নিয়োগের শর্তাবলী, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারিত থাকবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাস কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন

[১] গবেষণা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দলিলসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6926 লিংকে পাওয়া যাবে।

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
২.	সকল বাস কোম্পানিতে প্রয়োজনীয় নীতিমালা (অর্থ ও প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার, অভিযোগ গ্রহণ ও নিরসন, তথ্য উন্মুক্তকরণ, ক্রয়, টিকেট ইত্যাদি সংক্রান্ত) প্রণয়ন করতে হবে এবং তা তদারকির আওতায় আনতে হবে।	বাস কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, আরজেএসসি
৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, বিশেষ করে মালিক ও কর্মী/শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্টকরণসহ নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	বাস কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৪.	কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন যেন দলীয় রাজনীতি ও মালিক পক্ষের স্বার্থের প্রভাবমুক্ত হয়ে বাস্তবে শ্রমিক অধিকার অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালনে নিবেদিত হতে পারে এমন পরিবেশ নিশ্চিতে সরকার, রাজনৈতিক দল, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন; প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার করে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।	বাস কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, আরজেএসসি, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
অবকাঠামো ও লজিস্টিকস		
৫.	প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (ডিপো, মেরামত কারখানা, কাউন্টার, যাত্রীদের লাউঞ্জ ইত্যাদি) নির্মাণ এবং এসব স্থাপনায় অগ্নি নির্বাপণে কার্যকরব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোম্পানিকে উদ্যোগ নিতে হবে, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আইনানুগ-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস কোম্পানি, বিআরটিএ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
৬.	সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে দূরপাল্লার সকল গন্তব্যে অনলাইনে টিকেট বিক্রয় এবং সিটি সার্ভিসের জন্য ই-টিকেটিং/র‍্যাপিড পাস সেবা চালু ও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বিআরটিএ, ডিটিসিএ, বাস কোম্পানি
৭.	অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত আসন সংযোজন, হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার ও কালো ধোঁয়া নির্গমন এবং রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর তদারকি করতে হবে।	বিআরটিএ, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগ, বাস কোম্পানি, মালিক সংগঠন
যাত্রীসেবা		
৮.	অভিযোগ প্রতিকার-ব্যবস্থা সহজ ও কার্যকর করার জন্য, বাস পরিবহন ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি সংস্থাগুলোকে বাসযাত্রী ও কর্মী/শ্রমিকদের সকল প্রকার সমস্যার বিষয়ে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে এবং অভিযোগ নিরসনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাস কোম্পানি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, বিআরটিএ, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগ
৯.	সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে চালক ও কন্ডাক্টরের ছবি, সনদ নম্বর, বাসের নিবন্ধন নম্বর, অভিযোগ করার ফোন/মোবাইল/ হটলাইন নম্বর এবং ভাড়ার তালিকা প্রদর্শন ও তা বাস্তবায়নে কোম্পানি কর্তৃক কার্যকর তদারকি নিশ্চিতে করতে হবে।	বাস কোম্পানি, বিআরটিএ, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগ
১০.	নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তিদের জন্য আসন নির্ধারণ, সহজে ব্যবহার উপযোগী র‍্যাম্প ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।	বাস কোম্পানি, বিআরটিএ, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগ

ক্রম	সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১১.	ভ্রমণে যৌন হয়রানি রোধে মালিক, শ্রমিক ও যাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং যৌন হয়রানির কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, এবং হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তি যেন তাৎক্ষণিক প্রতিকারসহ যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নিতে পারে সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাস কোম্পানি, এনজিও, বিআরটিএ
নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি প্রতিষ্ঠান		
১২.	সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত হয়ে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮–এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ বিভাগ
১৩.	সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এ যানবাহনের বিমা বাধ্যতামালূক করা; যাত্রীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিধান সুস্পষ্ট করা; বাস মালিক, নেতা, কর্মী/শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করতে হবে।	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, বাস কোম্পানি, মালিক সংগঠন
১৪.	বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধন ও সনদ সরবরাহে ডিজিটাল প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। চালক ও কন্ডাক্টরদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও সনদের তথ্য যাচাইয়ে একটি সমন্বিত তথ্যভান্ডার তৈরি ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করে প্রকাশ করতে হবে।	বিআরটিএ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৫.	সড়কে চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং যানবাহনের নিবন্ধন, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিআরটিএ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ এ খাতে সংশ্লিষ্ট সকলের বৈধ আয়ের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ অর্জন প্রতিরোধে দৃষ্টান্তমূলক জবাবদিহি নিশ্চিতে পরিচয় ও অবস্থান নির্বিশেষে আইনের যথাযোগ্য প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিআরটিএ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও প্রায়োগিক শুদ্ধাচার উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী নৈতিক আচরণবিধিসহ প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	দুদক, বিআরটিএ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh